অধ্যায় ১২

গণমাধ্যম ও শ্রবণ-দর্শন সহায়ক সামগ্রী

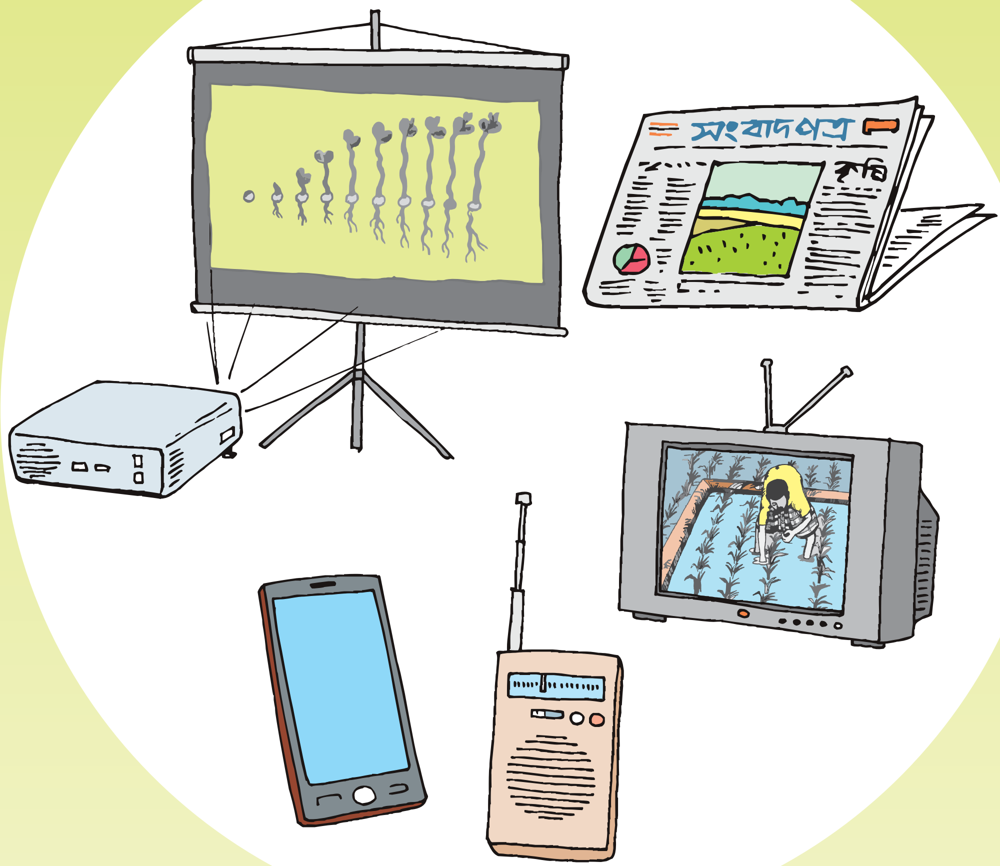

গণমাধ্যম ও শ্রবণ-দর্শন সহায়ক সামগ্রী

দ্রুত বিকাশমান গণমাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি কম খরচে বিপুল সংখ্যক কৃষকের সঙ্গে কৃষি বিষয়ে তাৎক্ষণিক যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, গণমাধ্যম কর্মী ও কৃষকদের কৃষি তথ্যের প্রয়োজন মেটাতে সম্প্রসারণ মাধ্যমগুলো হলো-

- ইলেকট্রনিক মাধ্যম
- প্রিন্ট মাধ্যম ও শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী

১২.১ ইলেকট্রনিক মাধ্যম

১২.১.১ টেলিভিশন

বর্তমান সম্প্রসারণ যোগাযোগে টেলিভিশনের ভূমিকা অতি উত্তম। সময়ের বিবর্তনে শহরে বা গ্রামে একদিকে রেডিও সেট বিলুপ্ত হচ্ছে অন্যদিকে টেলিভিশন সেট সম্প্রসারিত হচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশন ছাড়াও অন্যান্য প্রাইভেট চ্যানেলেও তাদের মতন করে অথবা স্পন্সরদের পছন্দ অনুযায়ী কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচার করছে। তাছাড়া প্রায় প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেল কৃষিভিত্তিক সংবাদ গুরুত্বের সঙ্গে সম্প্রচার করছে। ইদানীং আবার কমিউনিটি রেডিওর মত কমিউনিটি টেলিভিশন প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রচারের আয়োজন চলছে।

তথ্য ও বিনোদনের জন্য টেলিভিশন এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে অন্যত্র টেলিভিশন দেখে এমন দর্শক বিবেচনায় নিলে টেলিভিশন দর্শকের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। গ্রামীণ এলাকায় ক্যাবল টেলিভিশন প্রযুক্তির সম্প্রসারণের ফলে অন্যান্য স্যাটেলাইট চ্যানেলেরও বিশাল দর্শক শ্রেণি তৈরি হচ্ছে। টেরেস্টেরিয়াল চ্যানেল বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং অন্যান্য কয়েকটি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল কৃষি বিষয়ক যে সকল অনুষ্ঠান প্রচার করছে, তা হচ্ছে -

- বাংলাদেশ টেলিভিশন - মাটি ও মানুষ; বাংলার কৃষি; কৃষি দিবানিশি, বাংলাদেশ কৃষি; সার্ক কৃষি
- চ্যানেল আই - হৃদয়ে মাটি ও মানুষ; হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ডাক; ফিরে চল মাটির টানে
- বাংলাভিশন - শ্যামল বাংলা
- জিটিভি - সবুজ বাংলা
- দীপ্ত টিভি - দীপ্ত কৃষি
- এটিএন বাংলা - মাটির সুবাস; সোনালী দিন
- একাত্তর টিভি - কৃষি যোগ
- মোহনা টিভি - মোহনার কৃষি ও কৃষক
- মাই টিভি - খামারবাড়ি
- বিজয় টিভি - কৃষি কর্ম

টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান ছাড়াও জাতীয়/স্থানীয় সংবাদ অংশে কৃষি বিষয়ক খবর পরিবেশিত হয়। টেলিভিশনে সচেতনামূলক প্রতিবেদন, ডকুমেন্টারি, বিজ্ঞাপন, নাটক, এনিমেশন, তথ্য কণিকা, মুভি প্রচার করা যেতে পারে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো নিত্য নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, তার প্রয়োগবিধি, উপকারিতা এবং ব্যবহারে কৃষকদের সাফল্যগাথা প্রচার করে আসছে।

১২.১.২ বেতার

রেডিও এক সময় খুবই জনপ্রিয় একটি বিনোদন যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে সম্প্রসারণ যোগাযোগেও রেডিওর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে আজ সেগুলো কেবলই অতীত। কিন্তু রেডিওর প্রয়োজন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। বিশেষ করে দুর্যোগ দুর্বিপাকে রেডিও এখনো অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। তারপরও গতানুগতিকভাবে রেডিও যেমন - বাংলাদেশ বেতার, এফএম রেডিও চ্যানেল ও কমিউনিটি রেডিও চালু রয়েছে। এগুলো শোনা যাচ্ছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও।

কমিউনিটি রেডিও হচ্ছে কমিউনিটিভিত্তিক রেডিও। এখানে সাধারণভাবে সীমিত প্রযুক্তিগত স্থাপনার মাধ্যমে অল্পসংখ্যক মানুষ কাজ করে এবং সীমিত এলাকা জুড়ে এর অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে পৃথিবীর সকল দেশের মতো আমাদের দেশেও এক শ্রেণির সুবিধাভোগী মানুষ যখন ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট প্রভৃতি উন্নততর যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশ, নগর ও শহরের সীমানা ভেঙে ফেলছে, তখন আরেক শ্রেণির দরিদ্র মানুষ এসব আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাদের কাছে পৌঁছানো তো দূরের কথা– নেই টেলিভিশন, রেডিও বা সংবাদপত্রের কাছে পৌঁছানোর সুযোগও। তথ্য ও সংবাদের অভাবে এই মানুষগুলো কোনদিনই উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতে পারে না। এমন অবস্থায়, এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে ঠিক তাদের বোধগম্য ভাষায় তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, আচরণগত তথা জীবনযাত্রার সার্বিক মান উন্নয়নে কমিউনিটি রেডিও রাখে অসাধারণ ভূমিকা। সেজন্যই কমিউনিটি রেডিওকে বলা হয় কণ্ঠহীনের কণ্ঠস্বর (Voice of the Voiceless People), কিংবা আমার রেডিও আমার কথা বলে (My Radio My Voice)।

দেশে ১৭টি কমিউনিটি রেডিওর কার্যক্রম চলছে যেমন- রেডিও সাগরগিরি (সীতাকুণ্ড), রেডিও নলতা (কালীগঞ্জ), রেডিও মুক্তি (বগুড়া), রেডিও পল্লীকণ্ঠ (মৌলভীবাজার), বরেন্দ্র রেডিও (রাজশাহী), রেডিও মহানন্দা (চাপাইনবাবগঞ্জ), রেডিও পদ্মা (রাজশাহী), রেডিও ঝিনুক (ঝিনাইদহ), রেডিও বিক্রমপুর (মুন্সীগঞ্জ), রেডিও লাকবেতার (বরগুনা সদর), রেডিও চিলমারি (কুড়িগ্রাম), রেডিও সুন্দরবন (কয়রা), রেডিও নাফ (টেকনাফ), কৃষি রেডিও (আমতলী, বরগুনা), রেডিও মেঘনা (ভোলা), রেডিও সাগরদ্বীপ (হাতিয়া), রেডিও সারাবেলা (গাইবান্ধা)। এদের প্রত্যেকটিই গ্রামীণ ও কৃষি উন্নয়ন, চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, বাল্যবিবাহ, আত্মহত্যা, জেন্ডার সমতা আনয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নারী ও শিশু, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের মতো বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করে চলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কমিউনিটি রেডিওগুলো পালন করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

বাংলাদেশ বেতারের ১১টি কেন্দ্র থেকে জাতীয় ও আঞ্চলিক কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে-

- ঢাকা - কৃষি সমাচার, দেশ আমার মাটি আমার, সোনালী ফসল, আমার দেশ, শস্য শ্যামল, সবুজ প্রান্তর
- চট্টগ্রাম - কৃষি সমাচার, কৃষি খামার
- খুলনা - কৃষি সমাচার, চাষাবাদ
- রংপুর - কৃষি সমাচার, ক্ষেত খামারে
- রাজশাহী - ক্ষেত খামার সমাচার, সবুজ বাংলা
- সিলেট - আজকের চাষাবাদ, শ্যামল সিলেট
- রাঙ্গামাটি - খামারবাড়ি
- বরিশাল - চাষবাস
- কক্সবাজার - সোনালী প্রান্তর
- ঠাকুরগাঁও - কিষাণ মাটি দেশ
- কুমিল্লা - সুজলা-সুফলা
- কৃষি রেডিও (কমিউনিটি রেডিও); কৃষি রেডিও (এফএম ৯৮.৮) সকাল ৯ - সকাল ১১ ঘটিকা এবং বিকেল ৩ - রাত ৯ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে কাজ করা:

সদর দপ্তর:

ডিএই এর মিডিয়া সেল ও কৃষি তথ্য সার্ভিস বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে নিম্নবর্ণিতভাবে কজে করে:

- "মিডিয়া সেল ওয়ার্কিং গ্রুপ" এর কার্যকরী সভায় রেডিও কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিএই অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করে এবং এআইএস ও বাংলাদেশ বেতারের ত্রৈমাসিক প্রান্তিক পরিকল্পনা সভায় প্রদান করে
- বাংলাদেশ বেতারের নিকট সরাসরি তৈরি স্ক্রিপ্ট জমা দিয়ে বা প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রদান করে যা রেডিও স্ক্রিপ্ট তৈরির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে
- অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিরোনাম ও সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানের সময়সূচি বাংলাদেশ বেতারকে প্রদান করে এবং পরে সম্প্রচারের জন্য বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠানের কার্যাদি রেকর্ড করতে আমন্ত্রণ জানায়
- বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচারের জন্য কৃষকদের সাক্ষাৎকার নিতে বাংলাদেশ বেতারের কর্মীগণকে মাঠে নিয়ে যায়, এ ক্ষেত্রে ডিএইকে বেতারের সঙ্গে সমন্বয় করে এসব কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে।

অঞ্চল:

বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক রেডিও স্টেশনের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার দায়িত্ব অতিরিক্ত পরিচালক (অঞ্চল) কে দেয়া হয়েছে।

এ সমন্বয়ের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে-

- আঞ্চলিক বাংলাদেশ বেতারের পরিকল্পনা সভায় যোগদান করা
- সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কপি বাংলাদেশ বেতারকে দেয়া যাতে তারা (ক) আগামী অনুষ্ঠানে সম্প্রচার করতে পারে (খ) যোগদান ও অনুষ্ঠান রেকর্ড করতে পারে
- খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা পরবর্তী মাসের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জরুরি তথ্য এবং জেলা বুলেটিন
- জেলা পর্যায়ে জেলা কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটি ও অঞ্চল পর্যায়ে আঞ্চলিক কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটির প্রাসঙ্গিক সভায় বাংলাদেশ বেতারকে আমন্ত্রণ জানানো, তবে এটা শুধু যেসব জেলায় বাংলাদেশ বেতারের প্রচার কেন্দ্র আছে সেসব জেলার ক্ষেত্রে সম্ভব
- কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের কর্মীগণকে আমন্ত্রণ জানানো বা কৃষকের সাক্ষাৎকার রেকর্ড করতে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক কৃষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বা কৃষি সম্প্রসারণ অনুষ্ঠান রেকর্ড করার সময় ডিএই এর কর্মকর্তা উপস্থিত থাকা দরকার। মানসম্মত সাক্ষাৎকার কর্মসূচি নিশ্চিত করতে নিম্ন বর্ণিত যাচাই তালিকা সাহায্য করবে।

সাক্ষাৎকার রেকর্ডিং এর জন্য নির্দেশিকা:

রেকর্ডিং এর আগে-

- নিশ্চিত হন যে প্রত্যেকে উদ্দেশ্য ও শিখণীয় বিষয় সম্পর্কে সচেতন
- রেকর্ডিং এর আগে সাক্ষাৎকারে জড়িত সকলের সঙ্গে বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা করুন যাতে সাক্ষাৎকারের সময় সাক্ষাৎকার দাতা অপ্রস্তুত না হন
- রেকর্ডিং এর যন্ত্রপাতি যেমন- ব্যাটারি ক্যাবল, হেডফোনসহ সংশ্লিষ্ট সব কিছু ঠিক আছে কিনা

সাক্ষাৎকারের সময়-

- সবাই যাতে নিরুদ্বেগ ও ঘরোয়া পরিবেশে থাকে তা নিশ্চিত করুন
- বক্তৃতার তুলনায় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষায় কথা বলুন
- শ্রোতার বুঝার সুবিধার জন্য শিখণীয় প্রধান বিষয়গুলো সযত্নে পুনরাবৃত্তি করুন
- সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিন, মনে রাখবেন যে শ্রোতারা দেখতে পান না তারা শুধুই শুনতে পান
- কী, কেন, কীভাবে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে সংক্ষিপ্ত সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন
- প্রাসঙ্গিক হলে কৃষক যা করতে পারেন এমন কাজের ব্যবহারিক পরামর্শ দিন

রেকর্ডিং এর পর-

- যথোপযুক্ত সম্পাদনা নিশ্চিত করা
- জেনে নিন কখন অনুষ্ঠানটি রেডিওতে সম্প্রচার করা হবে
- কৃষকদেরকে এককভাবে বা গ্রুপগতভাবে রেডিও অনুষ্ঠান শুনতে উৎসাহিত করুন

১২.১.৩ জেলা, উপজেলা ও ব্লক

মাঠকর্মীদের রেডিও অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর ওপর তেমন প্রভাব নাও থাকতে পারে, কিন্তু তারা রেডিও শুনে কৃষি উন্নয়নের ব্যাপারে শিখনকে অনেক উৎসাহিত করতে পারেন। এটা বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে-

- বাংলাদেশের বেতারের নিকট থেকে রেডিও অনুষ্ঠানের সময়সূচির অনুলিপি সংগ্রহ করে যেসব কৃষক রেডিও শোনে তাদেরকে জানাতে পারেন
- কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান শোনা ও নতুন তথ্য যেসব কৃষক আগে শোনেন নাই বা শোনার সুযোগ পান নাই তাদের নিকট তা ব্যাখ্যা করতে পারেন

১২.১.৪ মাল্টিমিডিয়া প্রজেকশন

মাল্টিমিডিয়া প্রজেকশন সম্প্রসারণ যোগাযোগের একটি ভাল মাধ্যম। এ মাধ্যমে সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে একটি বক্তব্য যেমন উপস্থাপন করা যায়, তেমনি আবার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও পরিচালনা করা যায়, তথ্যভিত্তিক বিনোদনের মাধ্যমে। ইউটিউব থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী ডাউন-লোড করে অথবা ভিস্যুয়াল মিডিয়াতে তৈরি করা প্রশিক্ষণ সামগ্রী মালটিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে সেটি হয় আকর্ষণীয় ও কার্যকর।

১২.২ প্রিন্ট মাধ্যম ও শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী

প্রিন্ট মাধ্যম ও শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী বিপুল সংখ্যক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানের গুণগত মান ও প্রভাব বাড়াতে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়ঃ

সচেতনতাঃ বিপুল সংখ্যক প্রিন্ট মাধ্যম ছাপিয়ে মাঠ পর্যায়ে চলাচলের স্থানে প্রদর্শন বা ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে বিতরণ করে জনগণের মধ্যে নতুন ধারণা, প্রযুক্তি বা সমস্যা যেমন– পোকামাকড় বা রোগের মহামারিরূপে আক্রমণ সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে।

এসব প্রিন্ট সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, কৃষিকথা, সম্প্রসারণ বার্তা, কৃষি ডায়েরি, কৃষিপ্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন বই, বুকলেট, জার্নাল, পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, ফ্লিপচার্ট, স্টিকার ইত্যাদি।

আগ্রহঃ প্রিন্ট মাধ্যমে ও শ্রবণ, দর্শন সামগ্রীতে যেহেতু ছবি ও শব্দ ব্যবহার করা হয় সেহেতু সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করতে পারে। সম্প্রসারণ অনুষ্ঠান মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ফ্লাশ কার্ড, ছবি ও নমুনা ব্যবহার করলে মানুষের আগ্রহ ও মনোযোগ আরও বেশি হয়।

স্মৃতিঃ যখন তথ্যাদি বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়, তখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি মানুষের বেশি মনে রাখার কথা। তাই স্পর্শ, দর্শন ও শোনার শক্তি ব্যবহার করা শুধু কারও বক্তৃতা শোনা অপেক্ষা বেশি কার্যকর হয়।

ব্যাখ্যাঃ চার্ট ও ছবির ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মীকে প্রযুক্তি ও নতুন ধারণা সহজ ও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, এতে সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীগণ আরও বেশি ভালভাবে বুঝতে পারেন।

ফলাফল: যদি একজন কৃষক নতুন ধারণা গ্রহণ করেন তাহলে কী ঘটতে পারে, ছবি, মডেল ও ফ্লিপ চার্ট সম্প্রসারণ কর্মীকে তা দেখাতে সুযোগ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ- ধান ক্ষেতে উৎপাদিত একটি মাছের ছবি কৃষকদের ধান ক্ষেতে কী কী মাছ উৎপাদন হতে পারে সে সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দেবে।

কাঠামো: প্রিন্ট মাধ্যম ও শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী সম্প্রসারণ কর্মীকে বক্তৃতার অনুষ্ঠান সাজাতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে প্রদর্শনের জন্য পাওয়ার পয়েন্টে ধারাবাহিকভাবে সাজানো স্লাইড বক্তৃতার মূল বিষয়গুলো উপস্থাপনে সাহায্য করে।

অংশগ্রহণ: জীবন্ত নমুনা, মডেল, ছবি, ফ্লিপ চার্ট, ফ্লাশ কার্ড ও অন্যান্য প্রিন্ট মাধ্যম বা শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী সম্প্রসারণ কর্মীকে সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে কৃষকের অংশগ্রহণ বাড়াতে সাহায্য করে। কৃষকগণ সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে প্রকৃত উদাহরণ (ক্ষতিগ্রস্থ শস্য) নিয়ে এসে অনুষ্ঠানকে আরও প্রত্যক্ষ ধারণা দিতে পারেন ও প্রভাবিত করতে পারেন।

১২.২.১ প্রকৃত বস্তু ও জীবন্ত নমুনা:

প্রকৃত বস্তু ও জীবন্ত নমুনা অনেক জিনিস হতে পারে যেমন- যন্ত্রপাতি, শস্য, বীজ, সার, তৈরি খাদ্য ও পোকামাকড়। এগুলো সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে একক কৃষকের সঙ্গে বা কৃষক গ্রুপের সঙ্গে ভালভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে যাতে প্রত্যেকে দেখতে, স্পর্শ করতে এবং প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করতে পারেন।

১২.২.২ খবরের কাগজ

জাতীয় ও স্থানীয় খবরের কাগজ বাংলাদেশব্যাপী প্রকাশিত হয় এবং পল্লী এলাকার মানুষ ব্যাপকভাবে তা পড়েন। খবরের কাগজে সঠিক ও তথ্যবহুল বার্তা থাকে যা ব্যয়সাশ্রয়ী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে যেসব সংবাদপত্র কৃষি বিষয়ক বার্তা প্রচার করছে তার উদাহরণ- প্রথম আলো- ক্ষেত খামার, যুগান্তর- কৃষি কথা, নয়া দিগন্ত- চাষাবাদ, কালের কণ্ঠ- চাষবাস, ইত্তেফাক- হৃদয়ে মাটি ও মানুষের কৃষি, যায় যায় দিন- কৃষি ও সম্ভাবনা প্রভৃতি। এক্ষেত্রে খবরের কাগজে সচেতনতা ও কৃষি শিক্ষণ বিষয়ক সংবাদ, ফিচার প্রকাশ করা যেতে পারে।

খবরের কাগজে কৃষির বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহিতকরণ:

খবরের কাগজে কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহ দেয়ার জন্য সম্প্রসারণ কর্মীগণ নিম্নবর্ণিত পরামর্শাদি ব্যবহার করতে পারেন:

- বড় বড় সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানাদিতে যেমন- উপজেলা ও জেলা মেলায় সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করা
- গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যেমন- কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যক্রমে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করা
- জেলা বুলটিন ও অন্যান্য স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত প্রিন্ট মাধ্যম (লিফলেট ও ফোল্ডার) এর অনুলিপি খবরের কাগজে পাঠানো
- সদর দপ্তর হতে প্রাপ্ত সামগ্রীর অনুলিপি স্থানীয় সাংবাদিক যাদের জন্য প্রযোজ্য তাদের নিকট পাঠানো

- স্থানীয় খবরের কাগজে সফল প্রযুক্তি, জরুরি সমস্যা ও নতুন উদ্ভাবন সম্পর্কে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়া
- স্থানীয় খবরের কাগজের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় রাখা।

১২.২.৩ প্রেস বিজ্ঞপ্তির জন্য মানসম্মত পদ্ধতি

খবরের কাগজে কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি প্রকাশের সময় যত্ন নেয়া উচিত যাতে-

- তারা সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। খবরের কাগজে কিছু সাধারণ ভুল পাওয়া যায় যেমন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্থলে "কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ" বা কিছু প্রবন্ধে এমন পরামর্শ দেয়া হয় যে ডিএই "জমি চাষাবাদ নিয়ে এসেছে" ইত্যাদি। এটা ঠিক নয় কারণ জমির মালিক কৃষক, তারাই জমি চাষাবাদে আনতে পারেন
- তারা নতুন কৃষি সম্প্রসরণ নীতির প্রেক্ষাপটে কৃষি সম্প্রসারণকে দেখছে যেমন- কৃষকের চাহিদার ভিত্তিতে ধারণা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ছাপানো প্রবন্ধের ও প্রেস বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি অফিসে রাখতে হবে। এগুলো প্রেস কাটিং ফাইলে রাখা যেতে পারে।

১২.২.৪ সাদাবোর্ড

সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে অনধিক ২০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য সাদাবোর্ড খুব ভালভাবে ব্যবহার করা হয়। সাদাবোর্ড ব্যবহারের সময় নিম্ন বর্ণিত পরামর্শাদি অনুসরণ করা যেতে পারে:

- বোর্ডটি খুব ভালভাবে পরিস্কার হওয়া এবং শক্তভাবে আটকানো থাকা উচিত
- বোর্ডটি এমন জায়গায় আটকানো উচিত যাতে সব অংশগ্রহণকারী পরিষ্কারভাবে দেখতে পান
- বড় রেখা এবং ছোট বাক্য বা শব্দ ব্যবহার করা উচিত
- সহায়তাকারীকে বোর্ডের পার্শ্বে দাঁড়ানো উচিত
- বোর্ডে লেখার সময় সহায়তাকারীর কথা বলা এড়িয়ে যাওয়া উচিত
- প্রয়োজনীয় শব্দের গুরুত্ব বাড়াতে বিভিন্ন রং এর ব্যবহার করা যেতে পারে

অংশগ্রহণ বাড়ানো: অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো গুরুত্বপূর্ণ তাই তাদের ধারণাগুলো বোর্ডে লেখা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ- আইপিএম-এর গুরুত্বপূর্ণ নীতি কী কী এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি অংশগ্রহণকারীগণ মাথা খাটিয়ে (Brain storming) অনেক কিছু করতে পারেন। অংশগ্রহণকারীগণ বলবেন এবং সম্প্রসারণ কর্মী তা বোর্ডে লিখবেন। মাথা খাটানো প্রশ্নগুলোও এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যেমন- আইপিএম বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যাগুলো লিপিবদ্ধ করুন, এ পদ্ধতি প্রদর্শন অনুবর্তন করতে কী কী সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে? মাথা খাটানো (Brain storming) প্রশ্ন সাধারণত খোলামেলা হয় এবং আলোচনা প্রাণবন্ত হতে সাহায্য করে।

মূল বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ: বক্তৃতা বা উপস্থাপন চলাকালে সম্প্রসারণ কর্মী মূল শব্দ বা বাক্য বোর্ডে লিখতে পারেন যা অংশগ্রহণকারীদের মূল বিষয়গুলো মনে রাখতে সাহায্য করবে।

সহজ ছবি বা নকশা আঁকা: একটি ছবি বা নকশা প্রায় সময় অনেক শব্দের সারসংক্ষেপ করতে পারে। বোর্ডে আঁকা নকশা বা ছবি বড় ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত এবং এতে বিভিন্ন রং ব্যবহার করা উচিত।

১২.২.৫ ফ্লিপ চার্ট

বড় কাগজের সিট ফ্লিপ চার্ট তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। এগুলো সাদাবোর্ড বা ফ্লিপচার্ট স্ট্যান্ড এ আটকানো যেতে পারে। কৃষক সংগঠনের সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে সহায়তা করার জন্য ফ্লিপ চার্ট খুব ভালভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফ্লিপ চার্ট কাগজ বক্তৃতার প্রধান শিরোনামগুলোর সারসংক্ষেপ করা ক্ষেত্রে, ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্ন লিখতে, সহজ ছবি ও নকশা আঁকতে খুব উপকারী। ফ্লিপ চার্ট এর অন্যান্য উপকারিতাগুলো হলো- মূল পাঠ ও নকশা আগাম তৈরি করা যেতে পারে; একবার ব্যবহৃত ফ্লিপ চার্ট অন্য অনুষ্ঠানের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে বা সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

তৈরি ফ্লিপ চার্টের উপস্থাপনা:
এক্ষেত্রে মূল পাঠ ও নকশা সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানের আগেই আগাম তৈরি করা উচিত। মূল পাঠ বড় বড় অক্ষরে (কমপক্ষে ৫ সে.মি. উচ্চতা বিশিষ্ট হওয়া উচিত) লিখতে হবে এবং নকশা খুব পরিচ্ছন্ন হতে হবে। অনেক উজ্জ্বল বৈসাদৃশ্য রং যেমন- নীল, কাল ও লাল রং উপস্থাপনকে আকর্ষণীয় করতে বা প্রধান বিষয়গুলোকে উজ্জ্বল করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন তৈরি চার্ট উপস্থাপনে ব্যবহার করা হবে তখন প্রতি সিট কাগজে ভিন্ন বিষয় বা ছবি দেখানো উচিত।

অংশগ্রহণে সহয়তা করার উপায় হিসেবে ফ্লিপ চার্ট সিট ব্যবহার করা যায়। Brain storming অধিবেশনের জন্য ফ্লিপ চার্ট কাগজ গ্রুপের সামনে বোর্ডে আটকানো যেতে পারে। সম্প্রসারণ কর্মী অংশগ্রহণকারীদের ধারণা লেখার জন্য এ কাগজ ব্যবহার করতে পারেন।

ফ্লিপ চার্টের ব্যবহার:
তৈরি ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করতে নিম্ন বর্ণিত পরামর্শাদি খুব উপকারী–

- ফ্লিপ চার্ট কাগজসহ ফ্লিপ চার্ট স্ট্যান্ড এমনভাবে রাখা উচিত যাতে সব অংশগ্রহণকারী পরিষ্কারভাবে দেখতে পারেন
- অংশগ্রহণকারীদের দিকে পিছনে ফিরে দাঁড়ানো সহায়তাকারীর উচিত নয়
- বোর্ডের পাশে সহায়তাকারীর দাঁড়াতে চেষ্টা করা উচিত
- সহায়তাকারী প্রত্যেক প্রষ্ঠার ওপর আলোচনা শেষে তা উল্টিয়ে নেবেন

সম্প্রসারণ অনুষ্ঠান চলাকালে মাথা খাটানোর জন্য যখন ফ্লিপ চার্ট কাগজ ব্যবহার করা হয় তখন নিম্নবর্ণিত পরামর্শাদি অনুসরণ করা যেতে পারে:

- অংশগ্রহণকারীদের স্পষ্ট বা পরিষ্কার খোলামেলা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা
- অংশগ্রহণকারীদের ধারণার সারসংক্ষেপ করতে তাদের উত্তরগুলো সহজ ও সঠিকভাবে লেখা
- বড় অক্ষর ও সহজ ছোট বাক্য ব্যবহার করা।

ফ্লিট চার্ট কাগজ ব্যবহার করে গ্রুপের কাজঃ

একটি সম্প্রসারণ অনুষ্ঠান চলাকালে যখন ফ্লিট চার্ট কাগজ ও কলম অংশগ্রহণকারীদের দেয়া হয় তখন সম্প্রসারণ কর্মীকে প্রশিক্ষকের তুলনায় বেশি সহায়তাকারী হওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত পরামর্শাদি অনুসরণ করা যেতে পারে:

- অংশগ্রহণকারীগণ কী করবেন বা কী লিখবেন এবং কতক্ষণ থাকবেন এসব বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা তাদের দেয়া উচিত। সবুজ সারের ব্যবহার করতে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তা পরবর্তী "১০ মিনিটে লিখবেন"
- অংশগ্রহণকারীগণ সহজ ছবি ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ- পোকা ও রোগ লেখার পরিবর্তে তারা পোকার ছবি আঁকতে পারেন বা পারচিং লেখার পরিবর্তে একটি খুঁটি বা পুঁতানো ডালের ওপর পাখি আঁকতে পারেন
- গ্রুপের কাজ বিবেচনা করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ- ২০ জন অংশগ্রহণকারীকে ৫ জনের ৪টি দলে ভাগ করা যেতে পারে। এটা অংশগ্রহণের জন্য বেশি সুযোগ করে দেবে। প্রতি দলে একজনকে দলের ধারণাগুলো ফ্লিপ চার্ট কাগজে লেখার জন্য এবং অন্য একজনকে দলের পক্ষ থেকে ধারণাগুলো বাকি সদস্যদের নিকট উপস্থাপন করতে মনোয়ন দেয়া উচিত
- যখন অংশগ্রহণকারীগণ একে অপরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন এবং ধারণা লিখছেন ও ছবি আঁকছেন, তখন সহায়তাকারী ঘুরে ঘুরে দেখবেন যে তারা কী করছেন, তাদের চিন্তা ভাবনা পরিষ্কার করার জন্য প্রশ্ন করা এবং প্রয়োজনবোধে নির্দেশনা দেয়া উচিত।

১২.২.৬ ফ্লাশ কার্ড

ফ্লাশ কার্ড হচ্ছে দর্শন সামগ্রী যা বিশেষভাবে ছোট দলের কৃষকদের চিন্তা ভাবনার উন্নতি সাধন করতে এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোচনার সূচনা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলো সাধারণত খুব সহজ ব্যাখ্যা যা ছোট ছোট কার্ডে আঁকা হয়। এগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ:

- কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোচনার উন্নতি সাধন করতে একটি ছবি দেখানো যেতে পারে, যেমন- স্বাস্থ্যবান বেগুনের গাছ
- একটি ঘটনা ব্যাখ্যা করতে অনেকগুলো ধারাবাহিক কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে বা আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করে
- ফ্লাশ কার্ড শিখনকে শক্তিশালী করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, তাৎক্ষণিক একটি কার্ড দেখিয়ে মানুষকে ছবি ও ধারণার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে সাহায্য করতে পারে।

এগুলো মাঠে ব্যবহারের জন্য খুব উপযোগী কারণ এগুলো খুব সহজ। এগুলো তুলনামূলকভাবে সস্তা, স্থানীয়ভাবে তৈরি করা যায়। যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সহজেই গ্রুপ করা যায়, এগুলো সহজেই গ্রামে গ্রুপের সঙ্গে আলোচনার জন্য সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যীভূত দলের মতো করে তৈরি করা যায়। এগুলোর পরিকল্পনা সহজ এবং এগুলো একটা করে কৃষক সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যের নিকট খুব ভালভাবে দেখার জন্য দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া গ্রুপের/সংগঠনের সদস্যরা একত্র হয়ে দেখতে পারেন এমন এক জায়গায় প্রদর্শন করা যেতে পারে।

প্রস্তুতি:
সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানের ধরনই নির্ধারণ করবে যে কীভাবে ফ্লাশ কার্ডের পরিকল্পনা করা হবে। ফ্লাশ কার্ডের পরিকল্পনা করার সহজতম উপায় হচ্ছে:

- বিষয় ও লক্ষ্যীভূত গ্রুপ/সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা করা এবং মূল বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে ফ্লাশ কার্ডের ভিত্তি তৈরি করা
- সব বিষয়ের তালিকা তৈরি করা এবং সিদ্ধান্ত নেয়া যে কী ধরনের সাধারণ ছবি এগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে
- সিদ্ধান্ত নেয়া যে কার্ডগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করা হবে কিনা
- বিষয় ও আলোচনার পয়েন্টের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কতটা কার্ড দরকার হবে
- কার্ডের পরিকল্পনা করা। প্রতিটি কার্ডে হয় আঁকা থাকবে না হয় সহজ ব্যাখ্যা থাকবে। ছবিগুলোতে যতটা সম্ভব বিভিন্ন রং ব্যবহার করে ও লেখা কমিয়ে আকর্ষণীয় করতে হবে
- ফ্লাশ কার্ডগুলোর আকার এ ৪ পেপারের চেয়ে বড় হওয়ার দরকার নাই
- কার্ডগুলো সহজে বুঝা যায় কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ব্যবহারের আগে লোকজনকে দেখানো উচিত

ফ্লাশ কার্ডের ব্যবহার:
ফ্লাশ কার্ড সাধারণত কৃষক গ্রুপের/সংগঠনের আলোচনা উদ্দীপ্ত করে ও বাড়িয়ে দেয়। ফ্লাশ কার্ড ব্যবহারের কিছু পরামর্শ নিচে দেয়া হলো:

- যদি কার্ডগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে গ্রুপের/সংগঠনের আলোচনা শুরু করার আগেই এগুলো একটির পর একটি সাজাতে হবে, কার্ডগুলোর পিছনে ক্রমিক নম্বর দিয়ে সহজে সাজানো যায়
- সহায়তাকারীর নিশ্চিত করা উচিত যে গ্রুপের/সংগঠনের সকলে কার্ডগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সবচেয়ে ভাল বসার ব্যবস্থা হচ্ছে চেয়ারের পরিবর্তে অংশগ্রহণকারীদের বৃত্তাকারে মাদুরে বসানো।

১২.২.৭ ছবি

আলোচনার জন্য বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করতে ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে, ছবির উপকারিতা হলো যে এগুলো প্রকৃত ছবি। এগুলো ব্যবহার করা, রক্ষা করা ও বিপুল দর্শকের নিকট সহজ প্রাপ্য করার একটা উপায় হলো এগুলোকে প্রদর্শন বোর্ডে স্থাপন করা।

ছাপানো সামগ্রী ব্যাখ্যা করার জন্য ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ- জেলা বুলেটিন, প্রশিক্ষণ হ্যান্ডআউট বা পোস্টার।

প্রস্তুতি:
ছবি তোলার সময়ই ঠিক করতে হবে যে এগুলো কী কাজে ব্যবহার করা হবে। ছবিগুলো নির্বাচনের পর ছবির পেছনে মূল বিষয় লিখে রাখা ভাল। এ লেখায় ছবিটি কী ব্যাপারে, কোথায় ও কখন নেয়া হয়েছে এসব অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সহায়ক সামগ্রী হিসেবে ছবিগুলো ভালভাবে ব্যবহারে সাহায্য করতে কিছু পরামর্শ এখানে দেয়া হলো:
প্রদর্শনের জন্য:

- প্রদর্শনের জন্য পরিষ্কার পশ্চাৎভূমি (Background) ব্যবহার করুন, উদাহরণস্বরূপ- একটি বোর্ড সাদা কাগজ দিয়ে ঢেকে দিন
- প্রদর্শনের জন্য ভাল ছবিগুলো নির্বাচন করুন এবং সেগুলোকে যৌক্তিক ক্রম অনুসারে বোর্ডে সাজিয়ে পিন দিয়ে আটকিয়ে নিন
- খুব বেশি ছবির ব্যবহার এড়িয়ে যান, মানুষ সাধারণত বেশি তথ্য নিয়ে থাকে যদি এগুলো সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো হয়ে থাকে
- প্রত্যেকটি ছবিতে প্রধান বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে শিরোনাম লিখতে হবে। যদি শিরোনাম ব্যবহার করা হয় তাহলে কৃষক বুঝতে পারেন এমন সহজ শব্দ বা উক্তি ব্যবহার করতে হবে
- প্রদর্শন বোর্ডের উচ্চতা এমন হতে হবে যাতে ছবিগুলো মানুষ সহজেই দেখতে পারে।

ছবির ব্যবহার:
ছবি নিম্নবর্ণিতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে -

- কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীরা কী করে আসছেন তা কৃষকদের বা দর্শকদের দেখাতে ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে
- নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ওপর আলোচনা উদ্দীপ্ত করা, যেমন- প্রশিক্ষণ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছবিগুলো দেখতে দেয়া
- প্রকাশনা ব্যাখ্যা করতে উদাহরণস্বরূপ- ছবি বুলেটিন, লিফলেট বা পোস্টারে ব্যবহার করা যেতে পারে
- সময়ের ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করতে উদাহরণস্বরূপ- এক মৌসুমব্যাপী এক মাস পর পর একই ফসলের ধারাবাহিক ছবি নেয়া।

১২.২.৮ পোস্টার

পোস্টার হচ্ছে এক খণ্ড বড় আকারের কাগজ যা বিপুল সংখ্যক লোকের জন্য একটি বার্তা প্রদর্শন করে। পোস্টার অনুষ্ঠিতব্য যে কোন সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বা প্রচার বা কোন প্রযুক্তি বা তথ্য পৌঁছানোর জন্য ব্যবহার হতে পারে। এগুলো সাধারণত এককভাবে সৃষ্টি করতে পারে। আদর্শগতভাবে এগুলো হওয়া উচিত-

- রঙিন ও আকর্ষণীয়
- সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে পোস্টার প্রদর্শনের জন্য আটকানো, উদাহরণস্বরূপ- বাজার, সামাজিক মিলন কেন্দ্র ইত্যাদি
- সব কিন্তু সহজ তথ্য থাকবে
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যোগাযোগের কেন্দ্র
- পোস্টারে ৭৫% বর্ণনা এবং ২৫% মূল বিষয় থাকবে।

প্রস্তুতি:
পোস্টার তৈরি করতে নিম্ন বর্ণিত পরামর্শাদি কাজে লাগাতে পারে-

- রূপরেখা সহজ ও আকর্ষণীয় হওয়া উচিত

- যদি কোন সহজ বার্তা পরিবেশনের জন্য পোস্টার ব্যবহার করতে হয় (উদাহরণস্বরূপ ইঁদুর দমন) তাহলে যে প্রতিবিম্ব বা ছবি ব্যবহারের জন্য নির্বাচন করা হবে তা যেন সহজেই চেনা যায়
- যদি শব্দ ব্যবহার করতে হয় তাহলে যতদূর সম্ভব কম শব্দ রাখতে হবে এবং অক্ষরগুলো বড় ও পরিচ্ছন্নভাবে দর্শনীয় হতে হবে
- পোস্টারের রূপরেখা ছাপানোর আগে যাচাইয়ের জন্য মানুষকে দেখানো উচিত যে এগুলো সহজে বোঝা যায় কিনা
- যদি একটি সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানের প্রচার করার জন্য পোস্টার ব্যবহার করা হয় তাহলে পোস্টারে অনুষ্ঠান সম্পর্কে সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার (উদাহরণস্বরূপ- তারিখ, স্থান, সময় ও বিষয়)
- ছবি ও নকশা বই অথবা ইমেজ ব্যাংক হতে কপি করা যেতে পারে।

পোস্টারের ব্যবহার:
যেহেতু পোস্টার প্রধানত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বা প্রযুক্তি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়, তাই কোথায় প্রদর্শন করা উচিত এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়ে বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পোস্টার প্রদর্শনের জায়গা পরিষ্কার থাকা উচিত যাতে বার্তা প্রত্যেকের দৃষ্টিগোচর হয়। পোস্টার অবশ্যই উপযুক্ত উচ্চতায় প্রদর্শন করতে হবে যাতে প্রায় সব মানুষ দেখতে পায়।

১২.২.৯ লিফলেট ও ফোল্ডার

লিফলেট ও ফোল্ডার হচ্ছে ছাপানোর কাগজ যা বিষয়বস্তু বা প্রদর্শনী বা বিশেষ বিষয় বা জরুরি আগ্রহের বিষয়ের ওপর তথ্যাদি প্রদান করে। এগুলো হল মানুষের মনে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য সামগ্রী।
লিফলেট এবং ফোল্ডারের মধ্যে পার্থক্য:

লিফলেট ছোট এক খণ্ড উভয় পৃষ্ঠায় ছাপানো কাগজ- প্রায় এ ৫ আকারের, ফোল্ডার বড় এক খণ্ড উভয় পৃষ্ঠায় ছাপানো ও ভাঁজ করা কাগজ- প্রায় এ ৪ আকারের।

প্রস্তুতি:
কৃষকের তথ্যচাহিদা নিরূপণের ফলাফল ও যে প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হবে এর ভিত্তিতে লিফলেট ও ফোল্ডারের বিষয়বস্তু ঠিক করা হয়।

সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে বিতরণ: সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ছাপানো সামগ্রী কৃষকের নিকট সরবরাহ করা হয় যেমন- মাঠ দিবস, আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিবস বা উদ্বুদ্ধকরণ সফর, এ প্রসঙ্গে লিফলেট ও ফোল্ডারের বিষয়বস্তু অনুষ্ঠানের প্রধান বিষয়কে আরও শক্তিশালী করবে।

সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানের বাইরে বিতরণ: ছাপানো সামগ্রী কৃষকদের নিকট বাজারে, স্কুলের মাধ্যমে, ডিলারের মাধ্যমে বা অন্য কোন মাধ্যম বিতরণ করা হয় যা কৃষকদের ডিএই এর সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে যোগদানের ওপর

নির্ভর করে না। এ ক্ষেত্রে লিফলেট বা ফোল্ডার কৃষকের একমাত্র তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত সামগ্রী সাধারণত স্থানীয় গণমাধ্যম ক্যাম্পেইন এর অংশ হিসেবে নতুন ধারণা, জরুরি সমস্যা বা কৃষকদের জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে, উদাহরণস্বরূপ- পোকা বা রোগের মহামারীরূপে আক্রমণ।

লিফলেট ও ফোল্ডার তৈরির সময় নিম্নবর্ণিত পরামর্শাদি উপকারে আসবে-

- লিফলেট বা ফোল্ডার শুধু প্রধান পয়েন্ট থাকা উচিত। যাহোক, ঘটনা ও চিত্রের পূর্ণ বিবরণ যা মনে রাখা কঠিন তা লিফলেট বা ফোল্ডারে প্রদান করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ- প্রয়োগমাত্রা, রাসায়নিক দ্রব্যাদির নাম ইত্যাদি
- এগুলো সংগঠিত হওয়া উচিত। এগুলোর তালিকাতে শিরোনাম ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত। প্রাসঙ্গিক সামগ্রী সহজভাবে তৈরি করা হলে কৃষকগণ ভবিষ্যতে তা ব্যবহার করতে পারবেন
- কৃষকেরা বুঝবেন এমন শব্দ ব্যবহার করা উচিত। কঠিন কারিগরী শব্দ বা উক্তি এড়িয়ে যাওয়া এবং যন্ত্রপাতি ও শস্যের স্থানীয় নাম ব্যবহার করা উচিত
- সব পরিমাপের স্কেল মেট্রিক ইউনিটে দেখানো (উদাহরণস্বরূপ- হেক্টর ও টন)
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ছবি ও নকশা ব্যবহার করতে হবে, এগুলো বই ও ইমেজ ব্যাংক হতে কপি করা যেতে পারে।

লিফলেট ও ফোল্ডারের ব্যবহার:

এগুলো গ্রুপের সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীদের নিকট বা সাধারণ কৃষকের নিকট বিতরণ করা যেতে পারে অথবা কৃষকের কাছে বিতরণের জন্য সার/বীজ/কীটনাশক/যন্ত্রপাতির ডিলারের নিকট দেয়া যেতে পারে।